২৬/১২/২০০৫

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৭ ...

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হোন

বিগত প্রতিটি সরকারই দেশে সবার জন্য শিক্ষার কথা বলেছে। কিন্তু সে অনুযায়ী কে কতটুকু কাজ করেছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। দেশের প্রায় ৮৫ হাজার গ্রামের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ হাজার গ্রামে আজও কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সেই হিসাবে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তাহলে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত রেখে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব? দেশে এখন নতুন সরকার এসেছে। সবার জন্য শিক্ষার ব্যাপারটি নিয়ে তারাও যে ভাবছে না তা নয়। তাদের সেই ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনাটিও যোগ করতে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়বঞ্চিত গ্রামগুলো চিহ্নিত করে প্রতিটিতে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ওইসব গ্রামের শিক্ষাবঞ্চিত মানুষগুলো নিশ্চয়ই এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন। আর স্থানীয়দের সহযোগিতা পেলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়াও খুব সহজ হয়ে যাবে। তারপর স্থানীয় শিক্ষিত ৪/৫ জন যুবককে শিক্ষকতার দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সবাই আগ্রহী হয়ে উঠবে। এভাবে দেশের প্রায় ৩০ হাজার গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জোয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব। এতে একদিকে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ঘটবে, অন্যদিকে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একটি বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী নিয়োগ দিলে ৩০ হাজার বিদ্যালয়ের জন্য সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখেরও অধিক। এই ২ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় দশ লাখ মানুষ জড়িত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে নতুন এই সরকার প্রথম থেকে যদি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তাহলে তাদের ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি যেমন বাস্তবায়িত হবে তেমনি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। অতএব, আর দেরি নয়। শুরুতেই সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলে তা আপনাদের জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে।

জিকরুল ইসলাম নিকেল
মিশনপাড়া, লালমনিরহাট